গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
দৌলতখান, ভোলা।

"২০ (বিশ) একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি"

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলার ২০(বিশ) একরের নীচে নিম্নবর্ণিত জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রকৃত মৎসজীবী সমবায় সমিতিকে "সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯" এবং প্রজ্ঞাপন মোতাবেক ২৫ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে ইজারার জন্য ৫০০(পাঁচশত) টাকা অফেরৎযোগ্য মূল্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, দৌলতখান, ভোলা থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ ০৬-২৫ মাঘ মধ্যে অনলাইনে আবেদন দাখিল করার জন্য এবং ০৩ (তিন) কার্য দিবসের মধ্যে অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্ট কপি এ জামানতের মূল কপি সিলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, দৌলতখান, ভোলা বরাবর দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য আবেদনকারী কর্তৃক জলমহালটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে আবেদন দাখিল করতে হবে। আবেদন দাখিলের পরে জলমহালের আকার বা আয়তন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা দাবি করা যাবে না।

২০ (বিশ) একর পর্যন্ত ১৪৩০ হতে ১৪৩২ বাংলা সনের জন্য ইজারা যোগ্য জলমহালের বিবরণ নিম্নরূপ:

উপজেলা	জলমহালের নাম	আয়তন (একর)	১৪৩০ বাংলা সনের ইজারা মূল্য	পূর্বের ইজারার সন/মেয়াদ	১৪৩০ হতে ১৪৩২ পর্যন্ত প্রতি বছরের সরকারী ইজারা মূল্য	জামানত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
দৌলতখান	দক্ষিণজয়নগর খায়েরহাট মসজিদ সংলগ্ন পুকুর	মৌজাঃ পশ্চিমজয়নগর খং নং-০১ দাগ - ৩৫৯২ জমি ঃ ০.৯৩একর	১১,০০০/- (এগারো হাজার টাকা) মাত্র।	প্রকৃত ইজারাদার আবেদন না করায় ইজারা হয়নি	৩৩,০০০/- (তেত্রিশহাজার টাকা) মাত্র।	নির্ধারিত ইজারা মূল্যর ২০%
	দক্ষিণ চর লামছিপাতা পুকুর	মৌজাঃ দক্ষিণ চর লামছিপাতা খতিয়াননং -০১ দাগনং- ২৭৩ জমি ঃ ০.৭২ একর	৫,০০০/- (পাচঁ হাজার টাকা) মাত্র।		১৫,০০০/- (পনের হাজার টাকা) মাত্র।	

শর্তসমূহ-

০১। জলমহালসমূহ কেবল নিবন্ধিত (সমবায়/সমাজসেবা অধিদপ্তর) কার্যকারী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে ইজারা দেয়া হবে। তবে এক্ষেত্রে যুব মৎস্যজীবিদের (১৮-৩৫ বৎসর) নিবন্ধিত সমিতি অগ্রাধিকার পাবে। কোন অবস্থাতেই ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

০২। অনলাইনে আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর' পরিশিষ্ট ক' এ উল্লেখিত নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করে আবেদন দাখিল করতে হবে। আবেদন ফরম মান উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভোলা সদর, ভোলা এর অনুকূলে ৫০০/ (পাঁচশত) টাকা মূল্যের ব্যাংক ড্রাফট/পে- অর্ডার মূল কপি প্রিন্টেড কপির সাথে যুক্ত করে দাখিল করতে হবে।

০৩। জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি বা যা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত সে সমিতি বিধি মোতাবেক অগ্রাধিকার পাবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবি ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্য নির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবি নন তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না। আরো শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী সমিতি বর্তমানে কার্যকর আছে মর্মে তার প্রমানস্বরূপ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যয়ন দাখিল করবেন ও বিগত ০২ (দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তবে নতুন নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবিদের সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রমানের দরকার হবে না।

০৪। নির্দিষ্ট ফরমে আবেদনপত্র দাখিলের সময় আবেদনের সাথে সমিতির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও তারিখ, সমিতির কার্যবিবরণী, অডিট রিপোর্ট, টিআইএন নম্বর, প্রকৃত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি তাদের সদস্যদের নামের তালিকা ঠিকানা ও ছবিসহ সংযুক্ত করবেন।

০৫। আবেদনপত্রে সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) যাচাই বাচাইয়ের ভিত্তিতে প্রকৃত মৎসজীবি হিসেবে প্রমাণিত হতে হবে। সদস্যদের হালনাগাদ মৎস্যজীবি প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

০৬। আবেদনকারী সংগঠন/সমিতিতে যদি কোন এমন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবি নন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল বন্দোবস্তের অযোগ্য বলে নির্বাচিত হবেন।

০৭। আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন সমিতির নির্বাচিত সমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক সলভেন্সি প্রত্যয়নপত্রসহ (ব্যাংক রুলস অনুসারে) প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজন করতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতি ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহালের মৎস্যচাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/ রুপরেখা সংযুক্ত করতে হবে।

০৮। স্থানীয় প্রকৃত মৎস্যজীবি সংগঠনগুলোর মধ্যে যে জলমহালের নিকটবর্তী/ তীরবর্তী সেসকল প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে। যদি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবি সংগঠন পাওয়া না যায় তাহলে সেক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতিকে জলমহাল/বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে বিবেচনা করা হবে।

০৯। প্রতিটি জলমহালের বিগত ০৩ (তিন) বছরের ইজারা মূল্যের গড় মূল্যের উপর ৫% বর্ধিত হারে ইজারা মূল্য নির্ধারন করে সরকারি ইজারা মূল্যে ধার্য্য হবে। এর কম মূল্যে কোন জলমহাল ইজারা প্রদান করা হবে না।

১০। জলমহাল ইজারার মেয়াদ ১লা বৈশাখ হতে শুরু হবে। ইজারাদারকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। তবে এসময়ের মধ্যে যদি কোন কারনে খাস কালেকশন করা হয় তবে তা সরকারি খাতে জমা হবে।

১১। ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/ স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরকারের উপর ন্যস্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন সময় মঞ্জুর করা হবে।

১২। মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতিকে যাচাই বাচাইয়ের ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতি কোন জঙ্গিবাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকলে এবং ইজারা মেয়াদ পরিশোধ খেলাপি হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

১৩। আবেদনকৃত জলমহালে ইজারামূল্যের ১০% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভোলা সদর, ভোলা এর অনুকূলে জামানত হিসেবে আবেদনকারী তার আবেদনের সাথে দাখিল করবেন। লীজপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজ মানির সাথে উক্ত অর্থ সমন্বয় করা হবে। লীজপ্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরত প্রদান করা হবে।

১৪। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর যাবতীয় শর্ত বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট জলমহালের জন্য উপযুক্ত সংগঠন/সমিতির নামে জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইজারা প্রদান করা হবে।

১৫। কোন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/সংগঠন ০২ (দুই) টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবেন না।

১৬। সময়মতো লীজ মানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারনে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথা নিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৭। বন্দোবস্ত প্রাপ্তিতা সংশ্লিষ্ট জলমহালের বছর ভিত্তিক ড্যায়ান কার্যক্রম সম্বলিত তথ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট পেশ করবেন। উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপজেলা নির্বাহী অফিসার সময়ে সময়ে জলমহাল গুলোর ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইনগত/বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৮। লীজপ্রাপ্তিতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠিকে হস্তান্তর করতে পারবেন না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবেন না। যদি তা করা হয় তাহলে উক্ত লীজ বাতিল করা হবে এবং জমাকৃত লীজ মানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। উক্ত লীজপ্রাপ্তিতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবেন না।

১৯। ইজারা প্রদত্ত জলমহালগুলোতে ইজারা চুক্তির কোন শর্ত লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না সে জন্য বিদ্যমান মৎস্য আইনের আওতায় যাচাই বাচাই করে ইজারা চুক্তির ভঙ্গের প্রমান পাওয়া গেলে ইজারাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

২০। বন্দোবস্ত/ইজারাপ্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির প্রথম বছরের সাফল্যে ইজারামূল্য সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে জলমহাল ও পুকুর ইজারা সংক্রান্ত ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১ নং কোডে জমা প্রদান করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা চুক্তি সম্পাদন পূর্বক জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া হবে। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য প্রথম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী বছরের ইজারামূল্য একইভাবে

পূর্ববর্তী বছরের ১৫ই চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা বাতিল করা হবে এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

২১। ইজারাকৃত জলমহালে কেহ অতিথি পাখিসহ কোন পাখি শিকার করতে পারবেন না। সরকারি জলমহালের পাড়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বন্দোবস্ত গ্রহিতা সমিতি চুক্তিবদ্ধ থাকবেন।

২২। সরকারি জলমহাল ইজারা গ্রহিতা সমিতি/সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ইজারার মূল্যের অতিরিক্ত ১৫% ভ্যাট (ভ্যাট কোড ১/১১৩৩/০০১৮/০৩১১) ও ১০% আয়কর (আয়কর কোড- ১/১১৪১/০০৭০/০১১১) কোডে জমা প্রদান করবেন।

২৩। জলমহাল/খাস পুকুরসমূহ যে অবস্থায় আছে তদাবস্থায় ইজারা প্রদান করা হবে। ফলে আবেদন দাখিলের পূর্বেই জলমহাল সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে জেনে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে কোন আপত্তি গ্রহনযোগ্য হবে না।

২৪। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরনের কোন কার্যক্রম গ্রহন করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না।

২৫। ইজারাকৃত কোন জলমহালে কোন রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না। বন্দোবস্ত গ্রহিতা সরকারি জলমহালে বিষ প্রয়োগ করে কিংবা নিষিদ্ধ ঘোষিত জাল দ্বারা বা মৎস্য আইনে নিষিদ্ধ অন্য কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না।

২৬। জলমহালে তীরবর্তী সরকারি ভূমিতে পরিবেশ বান্ধব করচ গাছ বা অনুরূপ অন্য কোন বৃক্ষ লাগাতে হবে। যা মাছ চাষের নিরাপদ আশ্রয় ভূমি হিসেবে সহায়ক হবে।

২৭।বর্তমানে প্রচলিত নীতিমালা এবং এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক সময়ে জারীকৃত সকল বিধি-বিধান/আইন-কানুন বন্দোবস্ত গ্রহিতা মানতে বাধ্য থাকবেন।

২৮। মামলাভূক্ত জলমহাল/খাস পুকুরের ক্ষেত্রে ইজারা প্রদানের বিষয়ে বিধি নিষেধ আরোপিত না থাকলে ইজারা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

২৯। কোন জলমহাল/খাস পুকুর ইজারা প্রদান হয়ে থাকলে বা ইজারা কার্যক্রম গ্রহনের কোন পর্যায়ে কোন মামলার উদ্ভব হলে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারী হলে ইজারাকৃত মূল্য ফেরত প্রদান করা হবে না বা কোন আপত্তি গ্রহনযোগ্য হবে না।

১৮/০১/২৩

(পাঠান মো: সাইদুজ্জামান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
দৌলতখান, ভোলা।

স্মারক নম্বর: ০৫.১০.০৯০০.০০০৬.১৪.০০১.২০২৩/৩৪

তারিখ: ৪ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১৮ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

সদয় অবগতি অনুলিপি

১। মাননীয় সংসদ সদস্য, ভোলা- ২, মাননীয় উপদেষ্টা, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি।
২। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
৪। জেলা প্রশাসক, ভোলা।
৫। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ভোলা।
৬। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, দৌলতখান, ভোলা।
৭। সহকারী কমিশনার (ভূমি), দৌলতখান, ভোলা।
৮। জেলা তথ্য কর্মকর্তা, ভোলা। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৯। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা/উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, দৌলতখান, ভোলা। তাঁর অধীন নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
১০। সহকারী প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্ত, দৌলতখান, ভোলা। বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটে আপলোডের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১। চেয়ারম্যান.....ইউনিয়ন পরিষদ (সকল), দৌলতখান, ভোলা। তার অধীন সকল হাট বাজার এবং গুরুত্বপূর্ন স্থনে ঢোল/বাইক বাজিয়ে প্রচারের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১২। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকার্ত.....ইউনিয়ন ভূমি অফিস (সকল), দৌলতখান, ভোলা। তার অধীন সকল হাট বাজার এবং গুরুত্বপূর্ন স্থনে ঢোল সহরতের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৩। সম্পাদক..... দরপত্র বিজ্ঞপ্তি তার পত্রিকায় দুই দিনের মধ্যে স্বল্প পরিসরে বিতরের পাতায় প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৪। অফিস কপি।

১৮/০১/২৩

(পাঠান মো: সাইদুজ্জামান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
দৌলতখান, ভোলা।